

# কিতাবুত তাজবীদ

সহজ পদ্ধতিতে ৩০ ঘন্টায় কোরআন শিক্ষা



## সংকলন মাওলানা মামুনুর রশিদ শামীম

উষ্টাদ, ইসলামী দাওয়াহ ইনসিটিউট বাংলাদেশ  
উষ্টাদ, ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা (আইওএম)  
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪

## প্রকাশনা ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা

আইওএম একটি আইএসও সনদপ্রাপ্ত (ISO No: QMS/023317/0821)

সরকার অনুমোদিত (Reg. No: TRAD/DNCC/002488/2023) এবং

কওমী মাদরাসা বোর্ড স্বীকৃত (Reg. No: 124406326) প্রতিষ্ঠান

Web: [www.iom.edu.bd](http://www.iom.edu.bd), E-mail: [info@iom.edu.bd](mailto:info@iom.edu.bd)

Hotline: 09638113322

Facebook Page: [fb.com/iomedu.org](https://fb.com/iomedu.org)

## **কিতাবুত তাজবীদ**

**সহজ পদ্ধতিতে ৩০ ঘন্টায় কোরআন শিক্ষা**

**সংকলন: মাওলানা মামুনুর রশিদ শামীম**

**স্বত্ত্ব: সংরক্ষিত**

**তত্ত্বাবধায়ক :**

**মুফতি যুবায়ের আহমদ**

**ইঞ্জি: খন্দকার মারচুছ**

**প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩ ইং**

**অঙ্গসজ্জা : মুফতি জহিরুল ইসলাম শেখ সাদি**

**প্রাপ্তিষ্ঠান:**

**১। ইসলামি দাওয়াহ ইনসিটিউট**

**মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪**

**২। তাকওয়া শপ**

**[fb.com/taqwaahshop](https://fb.com/taqwaahshop)**

**৩। যায়াবর**

**[www.jazabor.com.](http://www.jazabor.com.)**

**মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র।**

# সূচীপত্র

দরস নাম্বার-০১ কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা.....	৭
দরস নাম্বার-০২ হরফ পরিচিতি (পার্ট-১).....	১০
দরস নাম্বার-০৩ হরফ পরিচিতি (পার্ট-২).....	১২
দরস নাম্বার-০৪ হরফ পরিচিতি (পার্ট-৩).....	১৫
দরস নাম্বার-০৫ হরফ পরিচিতি পর্ব (পার্ট-৪).....	১৮
দরস নাম্বার-০৬ হরফ পরিচিতি পর্ব (পার্ট-৫).....	২২
দরস নাম্বার-০৭ হরফ পরিচিতি পর্ব (পার্ট-৬).....	২৫
দরস নাম্বার-০৮ হরফ পরিচিতির উপর পরিক্ষা.....	২৮
দরস নাম্বার-০৯ হরফ উচ্চান্তের পার্থক্য (পার্ট-১).....	২৯
দরস নাম্বার-১০ হরফ উচ্চান্তের পার্থক্য (পার্ট-২).....	৩০
দরস নাম্বার-১১ যুক্ত হরফ শিক্ষা (পার্ট-১).....	৩১
দরস নাম্বার-১২ যুক্ত হরফ শিক্ষা (পার্ট-২).....	৩২
দরস নাম্বার-১৩ হারাকাত তানভীনের লাইন (পার্ট-১).....	৩৩
দরস নাম্বার-১৪ হারাকাত তানভীনের লাইন (পার্ট-২).....	৩৪
দরস নাম্বার-১৫ হারাকাত তানভীনের লাইন (পার্ট-৩).....	৩৫
দরস নাম্বার-১৬ হারাকাত তানভীনের পার্ট ৪ কুলকুলা.....	৩৬
দরস নাম্বার-১৭ মাদ্দের লাইন (পার্ট-১).....	৩৬
দরস নাম্বার-১৮ মাদ্দের লাইন (পার্ট-২).....	৩৮
দরস নাম্বার-১৯ মাদ্দের লাইন (পার্ট-৩).....	৩৯
দরস নাম্বার-২০ গুন্নাহের লাইন (পার্ট-১).....	৩৯
দরস নাম্বার-২১ গুন্নাহের লাইন (পার্ট-২).....	৪১
দরস নাম্বার-২২ গুন্নাহের লাইন (পার্ট-৩).....	৪২
দরস নাম্বার-২৩ গুন্নাহের লাইন (পার্ট-৪).....	৪২
দরস নাম্বার-২৪ ওয়াকফের লাইন (পার্ট-১).....	৪৩
দরস নাম্বার-২৫ ওয়াকফের লাইন (পার্ট-২).....	৪৪
দরস নাম্বার-২৬ ইবতিদাউল কোরআন.....	৪৫
দরস নাম্বার-২৭ তেলাওয়াতের তরিকা (সূরা নাবা পার্ট-১).....	৪৬
দরস নাম্বার-২৮ তেলাওয়াতের তরিকা (সূরা নাবা পার্ট-২).....	৪৭
দরস নাম্বার-২৯ তেলাওয়াতের তরিকা (সূরা মূলক (পার্ট-১).....	৪৭
দরস নাম্বার ৩০ তেলাওয়াতের তরিকা (সূরা মূলক (পার্ট-২).....	৪৮

দ্বিতীয় পাঠ.....	৫০
মাদের আলোচনা.....	৫০
মাদের পরিচয় ও প্রকার.....	৫০
মাদে ত্বায়ী.....	৫০
মাদে বদল.....	৫১
মাদে লীন.....	৫১
মাদে আরঘী.....	৫২
মাদে মুনফসিল.....	৫২
মাদে লায়িম হারফি মুখাফ্ফাফ.....	৫৩
মাদে লায়িম হারফি মুসাককাল.....	৫৩
মাদে লায়িম কালমী মুসাককাল.....	৫৪
মাদে লায়িম কালমী মুখাফ্ফাফ.....	৫৪
মাদে মুত্তাসিল.....	৫৪
গুন্নাহর পরিচয় ও প্রকার.....	৫৫
ওয়াজিব গুন্নাহ ও তার অনুশীলন.....	৫৫
ইকলাব ও তার অনুশীলন.....	৫৫
ইদগামে বাণুন্নাহ ও তার অনুশীলন.....	৫৬
ইদগামে বেলাণুন্নাহ ও তার অনুশীলন.....	৫৬
ইয়হার ও তার অনুশীলন.....	৫৭
ইখফা ও তার অনুশীলন.....	৫৭
মিম সাকিন এর গুন্নাহর বিবরণ.....	৫৮
ইখফা ও তার অনুশীলন.....	৫৮
ইদগাম ও তার অনুশীলন.....	৫৮
ইয়হার ও তার অনুশীলন.....	৫৮
র পুর-বারিক এর বিবরণ.....	৫৯
র পুর করে পড়ার সাত অবস্থা ও তার অনুশীলন.....	৫৯
র বারিক করে পড়ার চার অবস্থা ও তার অনুশীলন.....	৬১
কুলকুলার বিবরণ.....	৬২
কুলকুলায়ে কুবরা ও তার অনুশীলন.....	৬২
কুলকুলায়ে উসত্ত ও তার অনুশীলন.....	৬২
কুলকুলায়ে সুগরা ও তার অনুশীলন.....	৬২

ওয়াকফ ও তার চিহ্নের বিবরণ.....	৬৩
সংক্ষিপ্তভাবে সিফাতের বিবরণ.....	৬৫
সিফাতের পরিচয়.....	৬৫
সিফাতের প্রকার.....	৬৫
সিফাতে লায়েমার পরিচয়.....	৬৫
সিফাতে আরেন্দ্র পরিচয়.....	৬৫
সিফাতে লায়েমার প্রকার.....	৬৫
সিফাতে মুতাদ্বদ্বার পরিচয়.....	৬৫
সিফাতে গাইরে মুতাদ্বদ্বার পরিচয়.....	৬৫
সিফাতে মুতাদ্বদ্বাহ্ ৫ জোড়ে এগারোটি.....	৬৬
সিফাতে গাইরে মুতাদ্বদ্বাহ্ সাতটি.....	৬৬
সিফাতে মুতাদ্বদ্বাহ্ প্রত্যেক প্রকারের হরফ .....	৬৬
সিফাতে গাইরে মুতাদ্বদ্বাহ্ প্রত্যেক প্রকারের হরফ .....	৬৬
সিফাতে মুতাদ্বদ্বাহ্ এর প্রকারের পরিচয়.....	৬৭
সিফাতে গাইরে মুতাদ্বদ্বাহ্ এর প্রকারের পরিচয়.....	৬৮
<b>আরবি ২৯ টি হরফের সিফাত সমূহ</b>	
১- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৬৯
২- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭০
৩- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭১
৪- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭২
৫- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৩
৬- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৪
৭- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৫
৮- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৬
৯- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৭
১০- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৮
১১- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৭৯
১২- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৮০
১৩- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৮১
১৪- <b>হ</b> -হরফের সিফাত.....	৮২

সূরা ফাতিহা.....	৮৩
সূরা নাস.....	৮৩
সূরা ফালাক.....	৮৩
সূরা ইখলাস.....	৮৪
সূরা লাহাব.....	৮৪
সূরা নাসর.....	৮৪
সূরা কাফিরুন.....	৮৪
সূরা কাউসার.....	৮৫
সূরা মাউন.....	৮৫
সূরা কুরাইশ.....	৮৫
সূরা ফীল.....	৮৫
সূরা আসর.....	৮৬
সূরা কুদর.....	৮৬
সূরা তীন.....	৮৬
সূরা আদ-দুহা.....	৮৭
আয়াতুল কুরসী.....	৮৭
সূরা হাশেরের ২২, ২৩ ও ২৪নং আয়াত.....	৮৭
নামাজের ছানা.....	৮৮
দোয়া মাসুরা.....	৮৮
তাশাহহুদ.....	৮৮
দুরাদে ইবরাহিম.....	৮৮
দোয়া কুনুত.....	৮৮

## দরস নাম্বার-১

### কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা

الحمد لله رب العالمين والسلام على رسله الكرام وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد

فقد قال الله تعالى: اقِ ابَا سِرِّبِكَ الرَّبِّ الْذِي خَلَقَ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ-

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং দরংদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রিয় রাসূলের উপর, রাসূলের বংশধর ও সকল সাহাবীদের উপর। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাকু আয়াত-১)

তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭)

আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে অনেক মহবত করে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত মানবজাতি আদমেরই সন্তান। আল্লাহ তায়ালার আদমের এই আদম সন্তানদেরকে প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় জাহানামে নিষ্কিপ্ত হওয়া থেকে বাচানের জন্য যুগে যুগে লক্ষাধিক আস্থিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন। দিয়েছেন তাদের সহিফা ও কিতাব। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ জিবন বিধান “আল কোরআন”। পূর্ববর্তী সকল আস্থিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের আনিত কিতাব ও সহিফা ছিল কোন না কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য, উপত্যকার জন্য এবং সাময়িকের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও তার আনিত গ্রন্থ আল কোরআন কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানবজাতির জন্য। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সন্ধান দিতে। কোরআনুল কারীম শিক্ষা করা ফরজ নাহি-<sup>أَفَأَبِاسِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ</sup>— শব্দের অর্থ- পঠিত। যা অধিক পাঠ করা হয়। আল্লাহ রাখুল আলামীন পঠিত এ কিতাব শিক্ষা করাকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ বিধান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আলাকের ১নং আয়াতে বলেন-<sup>أَفَأَبِاسِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ</sup>- পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের শিক্ষার্থী সর্বোত্তম ব্যক্তি যারা কোরআন শেখে এবং শেখায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-<sup>خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ</sup>। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭)

আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও অনুগ্রহ হলো এই কোরআন আল্লাহ তা‘য়ালা তার পছন্দনীয়, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রকাশ করেছেন কোরআন নামক কিতাবের মধ্য দিয়ে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘য়ালা সূরা মায়েদা ৩০ং আয়াতে বলেন-<sup>إِلَيْهِمْ يَسِّرِ الْيَوْمَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونَ الْيَوْمَ أَكْبَرُ لَكُمْ دِينِكُمْ وَأَتَّهَبُتُ عَلَيْكُمْ نُعْجَمِي</sup>- আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য হেদায়েত গ্রন্থ আল-কোরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী সন্দেহ মুক্ত গ্রন্থ আল-কোরআন নির্ধারিত কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং সারা বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম সমস্ত মানবজাতির জন্যই হেদায়েত গ্রন্থ। এ ব্যাপারে সূরা বাকারার ২ এবং ১৮৫নং আয়াতে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন-<sup>إِذْلِكُ الْكِتَابُ لَا رِبُّ بِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ</sup> এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী

রম্যান شহুরِ رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبِئْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ تَشْكُرُونَ  
মাসই হল সে মাস, যাতে নাফিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রী-  
দের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।

সালাত আদায়ের জন্য কোরআন শিক্ষা আল্লাহ তা'য়ালা তার মুমিন বান্দাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত  
সালাত ফরয করেছেন। আর সেই সালাত আদায় হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো আল-কোরআনের  
فَأَقِرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ آنِ الْمُتَّقِرْ بِعَلْيَةِ الْكِتَابِ - যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না তার সালাতই  
অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। এবং আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- لَا صَلَاةَ يَعْلَمُ لَمْ يَقْرَأْ أَبْغَاثَةَ الْكِتَابِ - (সহীহ বুখারী: ৭৫৬)

কোরআন শিক্ষা অতি সহজ কোরআনুল কারীম শিক্ষা করা কঠিন হলেও দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা সহজ  
করে দিয়েছেন। যাতে তার মাহবুবের উম্মতেরা তার কালাম শিখতে পারে তদঅনুযায়ী আমল করতে  
পারে এবং দিনে রাতে কমপক্ষে পাঁচবার তার সাথে হৃদয়ের আকৃতি পেশ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা  
সুরা কুমারের ১৭ নং আয়াতে বলেন- وَقَدْ يَسْهَلُ اللَّهُ بِإِيمَانِكُمْ رَهْبَانِيَّةَ الْمَحْرُفِ وَلَا هُوَ حَرْفٌ وَمِمْمُ حَرْفٌ  
যে ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাব) কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর প্রত্যেক  
নেকি দশ নেকির সমান (এই হিসাবে প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকি করে পাওয়া যায়)। আমি এ কথা বলি  
না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ এক অক্ষর; বরং ‘আলিফ’ এক অক্ষর, ‘লাম’ এক অক্ষর এবং ‘মীম’ এক  
অক্ষর। (তিরমিয়ী)

কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে এবং তার  
হকু আদায় করবে কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে কোরআন তার পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তার জান্নাতে  
যাওয়ার উচিলা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَيْلَةَ الْقِيَامَةِ  
- তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কারণ কোরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর  
জন্য সুপারিশ করবে। (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- أَنْ يَسْفَعَ عَلِيَّ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقُولُ الْقُرْآنُ آنِ  
- منْعَتْهُ اللَّوْمُ بِاللَّيْلِ فَسَعْيٌ فِيهِ قَالَ فَيُسْفَعُ - সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ  
করবে। কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত  
রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ করুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই  
করুল করা হবে (বায়হাকী, মিশকাত হা/১৯৬৩)।

তারতীলের সাথে কোরআন তেলাওয়াতের ফয়লিত হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রায় থেকে বর্ণিত,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন, (কিয়ামতের দিন) কুরআনের তিলাওয়াতকারী  
বা হাফেজকে বলা হবে।

তিলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। ধীরে ধীরে তিলাওয়াত কর, যেভাবে ধীরে ধীরে  
দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। তোমার অবস্থান হবে সর্বশেষ আয়াতের স্থলে যা তুমি তিলাওয়াত করতে।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪)